রায়গঞ্জ স্টেশনে বন্ধ একটি রিজার্ভেশন কাউন্টার, দুর্ভোগ

রায়গঞ্জ, ১১ সেপ্টেম্বর : রায়গঞ্জ রেলস্টেশনে দুটি রিজার্ভেশন কাউন্টারের মধ্যে একটি কাউন্টার বন্ধ থাকায় দুর্ভোগে পড়েছেন যাত্রীরা। গত ৮ সেপ্টেম্বর এক নির্দেশিকা জারি করে রেলদপ্তর জানিয়েছে, এখন থেকে দ্বিতীয় শিফ্‌টে শুধুমাত্র একটি কাউন্টার খোলা থাকবে। যদিও দ্বিতীয় কাউন্টারটি কেন বন্ধ থাকবে, তা জানায়নি রেল কর্তৃপক্ষ। এদিকে স্টেশনের দুটি কাউন্টার থেকে দীর্ঘদিন ধরেই দূরপাল্লার ট্রেনের টিকিট কাটেন যাত্রীরা। শুধু রায়গঞ্জ শহর নয়, এই জেলার বিভিন্ন প্রান্ত সহ প্রতিবেশী বিহার রাজ্য থেকেও অনেকে এই স্টেশনে সংরক্ষিত টিকিট কাটতে আসেন।

এই মুহূর্তে স্টেশনে একটি রিজার্ভেশন কাউন্টার খোলা থাকায় সেখানে সবসময় যাত্রীদের লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। অনেকে টিকিট না পেয়ে বাধ্য হয়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন। চিকিৎসা বা ইনটারভিউয়ের জন্য যাঁরা টিকিট কাটতে আসছেন, তাঁরাই বেশি সমস্যায় পড়ছেন। এদিকে পুজোর সময় অনেকে বাইরে ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছেন। তাই এই সময় টিকিটের চাহিদাও তুঙ্গে। একটিমাত্র কাউন্টারে লম্বা লাইন দেখে বাধ্য হয়ে তাঁদের অনেকে দালালদের শরণাপন্ন হচ্ছেন। তাতে টিকিটের আসল মূল্যের থেকে অনেক বেশি টাকা দিয়ে তাঁদের টিকিট কাটতে হচ্ছে। রমেন সরকার, সুকমল ঘোষ সহ অনেকেই জানান, টিকিট কাটতে এসে দেখি গত ৮ সেপ্টেম্বর থেকে দ্বিতীয় শিফ্‌টে দুটি কাউন্টারের মধ্যে একটি কাউন্টার বন্ধ রাখার নির্দেশিকা জারি করেছে রেল কর্তৃপক্ষ। কেন দ্বিতীয় কাউন্টারটি

রেলদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, রায়গঞ্জ স্টেশনে এই মুহূর্তে রিজার্ভেশন টিকিট কাটার সংখ্যা অনেক কমে যাওয়ার জন্যই দ্বিতীয় শিফ্‌টে একটি কাউন্টার বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে সংরক্ষিত টিকিটের চাহিদা বাড়লে ফের দ্বিতীয় কাউন্টারটি খোলা হবে।

বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত, তা নিয়ে কেউ কিছু বলতে পারছে না। কিন্তু এতে আমাদের প্রচণ্ড দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে। রায়গঞ্জ মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের সাধারণ সম্পাদক অতনুবন্ধু লাহিড়ি এপ্রসঙ্গে বলেন, দ্বিতীয় শিফ্‌টে একটি কাউন্টার বন্ধ থাকায় সবাইকেই দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে। পুজোর আগে মালপত্র আনার জন্য ব্যবসায়ীদের প্রতিদিনই বাইরে যেতে হচ্ছে। একটিমাত্র কাউন্টার খোলা থাকায় সবাইকে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। আমরা চাই, রেলদপ্তর দ্বিতীয় কাউন্টারটি দ্রুত চালু করুক। উত্তর দিনাজপুর রেল যাত্রী সমিতির সম্পাদক তপন চৌধুরি বলেন, পুজোর আগে আরো বেশি কাউন্টার চালু করা উচিত। তা না করে রেল কর্তৃপক্ষ একটি কাউন্টার বন্ধ করে দিয়েছে। আসলে রেলে যেভাবে ছাঁটাই শুরু হয়েছে, তারই ফল এটা। আমরা দ্বিতীয় কাউন্টারটিও দ্বিতীয় শিফ্‌টে খোলার দাবি জানাচ্ছি। এদিকে রেলদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, রায়গঞ্জ স্টেশনে এই মুহূর্তে রিজার্ভেশন টিকিট কাটার সংখ্যা অনেক কমে যাওয়ার জন্যই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে সংরক্ষিত টিকিটের চাহিদা বাড়লে ফের দ্বিতীয় কাউন্টারটি খোলা হবে। রায়গঞ্জ রেলস্টেশন ম্যানেজার রাজু কুমার জানিয়েছেন, টিকিট কাউন্টার বন্ধ রাখা নিয়ে যাত্রীদের তরফ থেকে কোনো অভিযোগ জমা পড়েনি। যদি রিজার্ভেশন টিকিট কাটার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় তবে রেলদপ্তর সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে পারে।

কালিয়াগঞ্জে আন্দোলনে মহিলারা। ছবিটি তুলেছেন সুচন্দন কর্মকার।

নতুন মহিলা কলেজের দাবি উঠল রায়গঞ্জে

রায়গঞ্জ, ১১ সেপ্টেম্বর : বাংলা তথা ভারতীয় নবজাগরণের অন্যতম অগ্রদূত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশত জন্মদিবস আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর। বিদ্যাসাগর ভারতের সমাজজীবনে আধুনিক জীবনবোধের প্রাণপ্রদীপ। নারী জাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ। সাম্প্রতিক সময়ে তাঁর জীবন ও কর্ম নিয়ে জানার প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে রাজ্যে সর্বস্তরের বৌদ্ধিক মানুষদেরকে নিয়ে তৈরি হয়েছে মনীষী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটি। এক বছর ধরে নানা গঠনমূলক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে তাঁর দ্বিশতবর্ষ জন্মজয়ন্তী পালন করার লক্ষ্যে ১০সেপ্টেম্বর বিকেলে রায়গঞ্জ সুপার মার্কেটে অবস্থিত প্রেসক্লাবের আলোচনা কক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন প্রস্তুতি কমিটির উত্তর দিনাজপুরের আহ্বায়ক বিপ্লব কর্মকার জানালেন, এদিন দ্বিশতবর্ষ জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন কমিটি গঠন এবং অনুষ্ঠান কর্মসূচি ও পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হল। কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক মনোনীত হলেন শিক্ষাবিদ সুশীলকুমার গোস্বামী এবং বিপ্লব কর্মকার। কার্যকরী সভাপতি হন রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক বরেন্দ্রনাথ গিরি। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে দাবি ওঠে রায়গঞ্জে বিদ্যাসাগরের নামে একটি মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠা করা। উল্লেখ্য, রায়গঞ্জে কোনো মহিলা কলেজ নেই। দ্বিশতবর্ষ উদ্‌যাপনে সারাবছর ধরে জেলার বিভিন্ন স্থানে নানা অনুষ্ঠান করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জানালেন কমিটির সহসভাপতি সনাতন দত্ত। উল্লেখ্য, গত ২সেপ্টেম্বর রায়গঞ্জ নেতাজিপল্লির এবিটিএ ভবনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশত বার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটি গঠনের ডাক দিয়েছিলেন তরণীমোহন বিশ্বাস, সুজিত গোস্বামী এবং বিশ্বনাথ সিংহ। এখানে আরও একটি উদযাপন কমিটি তৈরি হয় বিদ্যাসাগরের জীবন ও কর্ম নিয়ে নানা অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে।

প্রয়াত শিল্পী

বুনিয়াদপুর, ১১ সেপ্টেম্বর : করম পুজোর অনুষ্ঠান চলাকালীন মঙ্গলবার রাতে মৃত্যু হল এক প্রবীণ ঝুমুর শিল্পীর। মৃত শিল্পীর নাম ভোন্দুয়া পাহান (৫৮)। বাড়ি বংশীহারীর ব্রজবল্লভপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কুশুম্বা গ্রামে। বুধবার সকালে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কুশুম্বা গ্রামে করম পুজোর অনুষ্ঠান চলছিল। সেই অনুষ্ঠানে সকলের সঙ্গে নাচ, গানে অংশগ্রহণ করেছিলেন ভোন্দুয়া পাহান। রাত ৮টা নাগাদ হঠাৎ তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। এরপর তাঁর চোখেমুখে জল দিয়ে জ্ঞান ফেরানো হলেও ফের তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়েন। আর তাঁর জ্ঞান ফেরেনি।

স্কুল ড্রেস তৈরির দাবিতে ফের ধরনা

সিভিক–মহিলা টানাটানি, চাঞ্চল্য কালিয়াগঞ্জে

কালিয়াগঞ্জ, ১১ সেপ্টেম্বর : স্কুল ড্রেস তৈরির দাবি নিয়ে বুধবার কালিয়াগঞ্জ বিডিও অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালেন মহিলারা। বিক্ষোভের জেরে আটকে যায় মহকুমাশাসকের গাড়ি। যদিও সেই সময় গাড়িতে ছিলেন না ওই সরকারি আধিকারিক। খবর পেয়ে কোনোরকমে ওই গাড়ি পিছনের ফটক দিয়ে বের করে দেয় পুলিশ। এদিন এই ঘটনার জেরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে কালিয়াগঞ্জে। পরে বিক্ষোভকারী মহিলাদের সঙ্গে কথা বলেন মহকুমাশাসক অর্ঘ ঘোষ। এরপরেই আলোচনার মধ্যে দিয়ে সমস্যা মেটানোর নির্দেশ দেন তিনি। মহকুমাশাসকের নির্দেশ পেয়ে তৎপর ব্লক প্রশাসন বৃহস্পতিবার মহিলাদের নিয়ে বৈঠক ডাকেন।

স্বনির্ভর মহিলাদের নিয়ে গঠিত সংঘের কাজকর্ম দেখভালের দায়িত্বে সুপারভাইজার নারায়ণচন্দ্র মণ্ডল জানান, বৃহস্পতিবার বৈঠকের কথা। সরকারি স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের ইউনিফর্ম তৈরির কাজের দাবিতে গত এক সপ্তাহ ধরে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে বেশ কিছু মহিলা। এই মহিলারা স্বনির্ভর দলের সদস্য হিসাবে এর আগে কালিয়াগঞ্জ ব্লক প্রশাসনের মাধ্যমে সেলাই প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। সেলাই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বনির্ভর দলের মহিলাদের মাধ্যমে এই স্কুল ড্রেস তৈরির নির্দেশ দিয়েছে উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রশাসন। সেই মতো কালিয়াগঞ্জ ব্লক প্রশাসন স্বনির্ভর গোষ্ঠী নিয়ে তৈরি সংঘকে এই পোশাক তৈরির বরাত দিয়েছে। এই ব্লকে প্রায় ৪০ হাজার স্কুল ড্রেস তৈরির কথা। আন্দোলনকারী মহিলাদের পক্ষে উমা বর্মন জানান, তাঁদের পোশাক সেলাইয়ে কাজ দেওয়া হচ্ছে না। দিনের পর দিন এই কাজের দাবিতে বিডিও অফিসে ঘুরলেও নানা অজুহাতে তাঁদের ফেরানো হচ্ছে। গত বছর তাঁদের সামান্য কাজ দিয়েছিল। সেই কাজ আমরা করেছি। কিন্তু এবারে কোনো কাজ দেওয়া হয়নি। তাই বারে বারে বিডিও অফিসে নিজেদের দাবি আদায়ে ধরনা বসতে হচ্ছে।

এদিকে মহিলাদের আন্দোলনে চাপের মুখে কালিয়াগঞ্জ ব্লক প্রশাসন। এদিন কালিয়াগঞ্জ বিডিও অফিস পরিদর্শনে আসা এসডিও অর্ঘবাবু এনিয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাননি। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, রায়গঞ্জের মহকুমাশাসক হিসাবে এদিন প্রথম কালিয়াগঞ্জ ব্লক অফিস পরিদর্শনে আসেন অর্ঘ ঘোষ। সেই সময় বিডিও'র চেম্বারের সামনে ধরনায় বসেছিলেন মহিলারা। ওই মহিলারা অফিস ভবনের গেটের বাইরে এসডিও'র গাড়ির সামনে এসে ধরনায় বসে পড়েন। পরিস্থিতি জটিল বুঝে ছুটে আসে কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ। মহিলা সিভিক দিয়ে টেনেহিঁচড়ে তোলার চেষ্টা হয় আন্দোলনকারীদের। এই চেষ্টা সফল না হলে মহকুমাশাসকের গাড়ি পিছিয়ে নিয়ে পেছনের গেট দিয়ে বের করা হয়। এই সময় অবশ্য গাড়িতে ছিলেন না মহকুমাশাসক।

সরকারি স্কুল ড্রেস নিয়ে আন্দোলনে শামিল মহিলাদের অভিযোগ, মহা সংঘ ও সংঘের মাধ্যমে এই পোশাক তৈরির কাজ চলে যাচ্ছে কিছু ঠিকাদার তথা পোশাক ব্যবসায়ীদের হাতে। এই পুরো বিষয়টিতে অস্বচ্ছতা এবং কাটমানির গন্ধ স্পষ্ট বলছেন কাজের দাবিতে আন্দোলনে শামিল মহিলারা। মুখমন্ত্রী যে সময় কাটমানি নিয়ে কড়া, সে সময় কালিয়াগঞ্জে স্কুল ড্রেস সরবরাহে কাটমানির অভিযোগ এলেও প্রশাসন কেন নিশ্চুপ বোঝা যাচ্ছে না।

মেডিকেলের শিশু বিভাগ পরিদর্শন

মালদা, ১১ সেপ্টেম্বর : প্রতিনিধিদল সহ মালদা মেডিকেলের শিশু বিভাগ পরিদর্শন করলেন জেলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারপার্সন চৈতালি ঘোষ সরকার। এদিন তাঁরা প্রথমে শিশু বিভাগের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কথা বলেন এমএসভিপি সহ মেডিকেল কলেজের আধিকারিকদের সঙ্গে। মাতৃমা বিভাগে চিকিৎসাধীন শিশু ওয়ার্ড ঘুরে দেখেন চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির প্রতিনিধি সহ মেডিকেলের কর্তারা। চিকিৎসাধীন শিশুর পরিবার ও কর্মরত নার্সদের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা। বিভিন্ন সমস্যার কথা শোনেন প্রতিনিধিদলের সদস্যরা। শিশু ওয়ার্ড ঘুরে দেখার পাশাপাশি মাতৃমা বিভাগের শিশুদের সঙ্গে দেখা করেন। সেখানে কর্মী ও নার্সদের সঙ্গে কথা বলেন। চৈতালি ঘোষ সরকার বলেন, এটি আমাদের রুটিন ভিজিট। মাঝেমধ্যেই আমরা শিশু বিভাগে চিকিৎসা পরিসেবা দেখাশোনার জন্য আসি। এদিন এসে কথা বলি রোগী ও নার্সদের সঙ্গে। মালদা মেডিকেলে পরিসেবা মোটামুটি ঠিক রয়েছে। তবে কিছু সমস্যা রয়েছে। সেগুলি দেখা হচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে সব সমস্যা দ্রুত মিটে যাবে।

মালদা মেডিকেলে শিশু বিভাগ পরিদর্শন করছেন সিডব্লিউসি'র চেয়ারপার্সন। –সংবাদচিত্র

গঙ্গারামপুরে রক্তদান শিবির

গঙ্গারামপুর, ১১ সেপ্টেম্বর : গঙ্গারামপুরের একটি বেসরকারি স্কুলের উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল বুধবার। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন গঙ্গারামপুর কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপিকা অশ্রুকণা দত্ত, অধ্যাপক অভিজিৎ সরকার, বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সম্পাদক অনিলচন্দ্র বিশ্বাস, অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি স্বরূপ ভট্টাচার্য প্রমুখ। এপ্রসঙ্গে বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সম্পাদক অনিলচন্দ্র বিশ্বাস বলেন, মুমূর্ষু রোগীদের রক্তের চাহিদা মেটাতে এবং গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকের রক্ত সংকট মেটাতে আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। আশা করছি আমাদের এই উদ্যোগের ফলে বহু রোগী উপকৃত হবেন।

কেপমারিতে ১ লক্ষ টাকা খোয়ালেন প্রাক্তন সেনা

বালুরঘাট, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ শরীরে চুলকানি পাউডার ছিটিয়ে অভিনব কায়দায় কেপমারির ঘটনা ঘটল বালুরঘাট পোস্ট অফিসে। এদিন দুপুরে পোস্ট অফিসে টাকা জমা দিতে গিয়ে ছিনতাইবাজদের কবলে পড়লেন প্রাক্তন সেনাকর্মী। ডিপোজিট স্লিপ লেখার সময়, গায়ে আচমকা চুলকানি অনুভব করেন হরেন্দ্রনাথ ঘোষ নামের ওই প্রাক্তন সেনাকর্মী। অন্যমনস্ক হতেই এক লক্ষ টাকা ও অন্যান্য নথি সহ ব্যাগ হাওয়া হয়ে যায় বলে অভিযোগ। তিনি এই অভিযোগ বালুরঘাট থানা, পোস্ট অফিস সহ স্টেট ব্যাংকে জানিয়েছেন। বালুরঘাট থানার পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

জানা গেছে, বালুরঘাট শহর লাগোয়া চকভৃগু নদী পার এনসি হাইস্কুলপাড়ার বাসিন্দা হরেন্দ্রনাথ ঘোষ এদিন স্টেট ব্যাংক থেকে ১ লক্ষ টাকা তোলেন। ওই টাকা একটি প্লাস্টিকের ব্যাগে নিয়ে সাইকেলে চেপে তিনি বালুরঘাট পোস্ট অফিসে যান। পোস্ট অফিসের দোতালায় ওই টাকা ডিপোজিট করার জন্য উদ্যোগী হন। তিনি যখন ডিপোজিট স্লিপটা লেখার জন্য তৈরি হচ্ছেন, ঠিক ওই সময়ই তার নিজের শরীরে ব্যাপক চুলকানি অনুভব করতে থাকেন। তিনিই জ্বালায় অস্থির হয়ে ওঠেন। এই ফাঁকেই তিনি তাঁর ব্যাগটি গায়েব হয়ে যাওয়া লক্ষ করেন।

প্রাক্তন সেনাকর্মী হরেন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, এমন ঘটনা ঘটতে পারে বলে কোনো আন্দাজই ছিল না। কোনোদিনই এমন ঘটনা তার সঙ্গে হয়নি। এক বন্ধু ও তিনি একসঙ্গে ডিপোজিট স্লিপটা পূরণ করার জন্য তৈরি হচ্ছেন এমন সময় শরীরে কিছু অনুভব হয়। তারপরে সারা শরীর জুড়ে চুলকানি হতে থাকে। এই কয়েক সেকেন্ডের অন্যমনস্কতার মধ্যেই পাশ থেকে ব্যাগটি গায়েব হয়ে যায়। ব্যাগের মধ্যে এক লক্ষ টাকা নগদ সহ ব্যাংকের বই, পোস্ট অফিসের বই, গ্যাসের বই সহ নানা নথি ছিল। বালুরঘাট থানার পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে। পোস্ট অফিসের মধ্যে থেকে এমন ঘটনা কী করে হল এবং নিরাপত্তার অন্যান্য বিষয়গুলো খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

রূপশ্রী প্রকল্পে চেক বিলি

রায়গঞ্জ, ১১ সেপ্টেম্বর : রূপশ্রী প্রকল্পের চেক পেল রায়গঞ্জ ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলের উপভোক্তারা। বুধবার বিবাহযোগ্য মেয়েদের পরিবারের হাতে রূপশ্রী প্রকল্পের চেক তুলে দেয় রায়গঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতি। উপস্থিত ছিলেন রায়গঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ছিতা টুডু ও সহসভাপতি মানষ ঘোষ সহ অন্যান্যরা। তাঁরা উপভোক্তাদের হাতে ২৫ হাজার টাকার চেক তুলে দেন। উল্লেখ্য, কন্যাদায়গ্রস্ত দুস্থ পরিবারের মেয়েদের বিয়ের জন্য আর্থিক সাহায্য হিসেবে রূপশ্রী প্রকল্প চালু করে রাজ্য সরকার। সাধারণত বার্ষিক দেড় লক্ষ টাকার কম উপার্জনকারী পরিবারের বিবাহযোগ্য কন্যারা এই আর্থিক সাহায্য পেয়ে থাকেন। এদিন মোট ৬৯ জন উপভোক্তার হাতে ২৫ হাজার টাকার চেক ও শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। রায়গঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি মানস ঘোষ বলেন, ইতিমধ্যেই রায়গঞ্জ ব্লক জুড়ে রূপশ্রী প্রকল্পের পৌনে তিন কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। আগামীদিনেও এই প্রকল্পে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হবে। রূপশ্রী প্রকল্পের ২৫ হাজার টাকার চেক হাতে পেয়ে খুশি উপভোক্তারা। তাঁরা জানান, রূপশ্রী প্রকল্পের আর্থিক সাহায্য না পেলে তাঁদের পরিবারের পক্ষে বিয়ের ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না।

ভূগর্ভস্থ জল সংরক্ষণ নিয়ে করোনেশনে আলোচনাচক্র

রায়গঞ্জ, ১১ সেপ্টেম্বর : প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ লিটার ভূগর্ভস্থ জল তুলে নেওয়া হচ্ছে। বুজিয়ে ফেলা হচ্ছে জলাশয়। এই পরিস্থিতিতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ এবং ওয়াটার রিচার্জে জোর দেওয়া প্রয়োজন। স্কুল, কলেজ ও বড়ো বড়ো আবাসনগুলিতে এই ব্যবস্থা চালু করতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্যের পরিবেশ দপ্তর। বুধবার রায়গঞ্জ করোনেশন হাইস্কুল ও পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের যৌথ উদ্যোগে জল সংকট ও তার প্রতিকার নিয়ে একটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা এই আলোচনায় অংশ নেয়। আলোচনাচক্রের প্রধান বক্তা ছিলেন পরিবেশ বিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. তপন সাহা। এছাড়াও ছিলেন রায়গঞ্জ করোনেশন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শুভেন্দু মুখার্জি, শিক্ষক অনিরুদ্ধ সিন্‌হা, বিজ্ঞানমঞ্চের অঞ্জন মজুমদার, অসিত ঘোষ মজুমদার, কাঞ্চিরাম রায় সহ অন্যান্যরা।

> **আমাদের রাজ্যে জল সংকট নেই। তবে যেভাবে ভূগর্ভস্থ জল তুলে নেওয়া হচ্ছে, তাতে আগামীতে এই সংকট দেখা দিতে বাধ্য। তাই আমাদের বৃষ্টির জল সংরক্ষণের ওপর জোর দিতেই হবে।**
> **–ড. তপন সাহা**
> **পরিবেশ বিজ্ঞানী**

বিজ্ঞানী তপন সাহা বলেন, আমাদের রাজ্যে জল সংকট নেই। তবে যেভাবে ভূগর্ভস্থ জল তুলে নেওয়া হচ্ছে, তাতে আগামীতে এই সংকট দেখা দিতে বাধ্য। তাই আমাদের বৃষ্টির জল সংরক্ষণের ওপর জোর দিতেই হবে। আমরা যে পরিমাণ জল সংরক্ষণ করতে পারব, সেই পরিমাণ ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলন করতে হবে না। ইতিমধ্যে কালিয়াগঞ্জ কলেজে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ প্রকল্প গড়ে তোলা হয়েছে। বৃষ্টির জল বিভিন্ন কাজে লাগানোর পাশাপাশি পান করার ব্যবস্থাও সেখানে রয়েছে। শুধু তাই নয়, বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করার পর অতিরিক্ত জল ভূগর্ভে পাঠানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। জল সংরক্ষণে ছাত্রছাত্রীদের বড়ো ভূমিকা রয়েছে। ভূগর্ভস্থ জল যত কম তোলা যাবে ততই আমাদের মঙ্গল। এদিন তপনবাবু রায়গঞ্জ করোনেশন হাইস্কুলে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলার বিষয় নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেন। বৃষ্টির জল ছাদে ধরে রেখে তা ভূগর্ভে পাঠানো এবং কিছু পরিমাণ জল বাগান পরিচর্যা সহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। এদিন সংরক্ষণে এই ব্যবস্থার ওপর আগামী দিনে জোর দেওয়া হবে বলে জানান বিজ্ঞানমঞ্চের সদস্যরা। প্রধান শিক্ষক অনিরুদ্ধ সিন্‌হা বলেন, নদী–নালা সংস্কার এবং পুকুর বোজানো ঠেকানো এই মুহূর্তে অত্যন্ত প্রয়োজন। নদী, পুকুর ও জলাশয়গুলির মাধ্যমে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে ভূগর্ভস্থ জল রিচার্জ হয়। তাই সেসব রক্ষায় পদক্ষেপ নিতে হবে।

মন খারাপের এক বছর পালন করল রায়গঞ্জের ছন্দম

সুকুমার বাড়ই ● রায়গঞ্জ

১১ সেপ্টেম্বর : রায়গঞ্জ তথা উত্তরবঙ্গবাসীর অত্যন্ত প্রিয়জন, নাট্য অভিনেতা এবং পরিচালক তথা ছন্দমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রাণপুরুষ, সমাজকর্মী সুধাংশু দে (সুধা দে) গতবছর ১০ সেপ্টেম্বর রায়গঞ্জের নাট্যজনেদের অভিভাবকহারা করে না ফেরার দেশে চলে যান। ১০ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার স্মরণে ও শ্রদ্ধায়, সেই মন খারাপের এক বছর পালন করল ছন্দম নাট্য সংস্থা। ওইদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালার মধ্যে দিয়ে রায়গঞ্জের নাট্যপ্রেমী মানুষ তাঁকে স্মরণ করেন। ছন্দম প্রেক্ষাগৃহে ওইদিন সকালে ছিল আলোচনা সভা। সভার শুরুতে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী পার্থ সরকার। আলোচনার বিষয় ছিল বর্তমান সময়ে থিয়েটারের সংকট ও উত্তরণের সন্ধান। মুখ্য আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার বিশিষ্ট নাট্যকার অসিত বসু। তাঁর আলোচনায় উঠে আসে সাম্প্রতিক সময়ে থিয়েটারের নানা সংকটের অভিমুখ। তা থেকে বেরিয়ে আসার খোঁজও দেন তিনি। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন শান্তনু চ্যাটার্জি।

সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানে ছন্দম মঞ্চের সামনে মাটির প্রদীপ দিয়ে সুন্দর করে সাজানো হয়, যা শিল্প নান্দনিকতায় পূর্ণ। পেছনে সুধাংশু দের অভিনীত নানা নাটকের খণ্ড দৃশ্যের ছবি। উদ্বোধনী সংগীত শোনান নতুন প্রজন্মের উঠতি শিল্পী সৃজিতা কর। নাট্যশালায় জীবনের জয়গান স্মৃতিপটে সুধাংশু দে শিরোনামে একটি অসাধারণ ঘটনাবহুল তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়, যা আগত দর্শকদের দেয় মুগ্ধতা। সেদিন কলকাতার বিশিষ্ট নাট্যকার, বাংলা অ্যাকাডেমির প্রাক্তন আধিকারিক, সাহিত্যসংস্কৃতি জগতের অন্যতম ব্যক্তিত্ব উৎপল ঝা–এর অনবদ্য বক্তব্য দর্শকদের হৃদয় কাড়ে। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন শুভঙ্কর দাস।

শেষে অভিনীত হয় উৎপল ঝা–এর কাহিনি ও নাট্যরূপ অবলম্বনে এবং সুধাংশু দে নির্দেশিত নাটক 'কাল প্রধানমন্ত্রী আসছেন'। দর্শকাসন ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। নাটক প্রসঙ্গে বাংলাদেশের দিনাজপুর থেকে আসা প্রাক্তন অধ্যক্ষ সৈফুদ্দিন আখতার ও অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক আধিকারিক সফিকুল বাবলু বলেন, নাটকটি বাংলাদেশেও অভিনীত হয়েছে। সেইসঙ্গে দর্শক নন্দিতও হয়েছে।